রাশিয়া বিশ্বকাপ

বিশ্বকাপের আনন্দের প্রাক্–প্রস্তুতি

রাশিয়া ডে বৃষ্টি থামতেই আবেগ, উৎসাহে উৎসব মস্কোভাইটদের

মস্কোর রেড স্কোয়ারে সেন্ট বাসিল ক্যাথিড্রাল চার্চের সামনে জাগলিং।

মিশন বিশ্বকাপ

দেবস্মিতা মৌলিক

মস্কো, ১২ জুন ঃ বিশ্বের সবথেকে বড়ো উৎসবে শামিল হওয়ার আগে নিজেদের নবতম ও সবথেকে বর্ণাঢ্য দিন উদ্‌যাপন। বৃষ্টিতে কিছুটা প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত হলেও উৎসব উদ্‌যাপনের উৎসাহ মস্কোভাইটদের দমাতে পারেনি। বিকেলের পর থেকে আকাশ পরিষ্কার হতেই গোটা মস্কো শহর এদিন ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বাড়ির ছোটোদের নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে প্রাজদনিকের (উৎসব) আনন্দে মেতেছেন রুশরা। গ্রিন সিটি মস্কোর (শহরে প্রচুর পার্ক থাকার জন্য) প্রায় প্রতিটি পার্কেই চলছে কিছু না কিছু আনন্দ উৎসব। বৃষ্টিস্নাত শহরের বিকেলের পার্কগুলোতে বাজছে আনন্দের রুশ সংগীত। বাধায় আটকে না থেকে বিভিন্ন বয়সের যুগলরা মেতে উঠেছেন নাচে। সাধারণতন্ত্র দিবস হিসেবে পালিত রাশিয়া ডে (১২ জুন) যখন থেকে এখানে গৃহীত হয়, তার আগে থেকেই এদেশে রয়েছি। গত ৬–৭ বছর ধরে আকার, আঙ্গিকে অনেক বড়ো হয়েছে এই উৎসব পালন। রাশিয়া ডে–র সবথেকে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ আতশবাজির প্রদর্শনী। সেটা যদিও শুরু হবে রাতের দিকে। কারণ মস্কোতে সূর্যের আলো থাকে রাত ১০ টা পর্যন্ত।

সামনেই বিশ্বকাপ, তাই এবারে রাশিয়া ডে ঘিরে আনন্দের রেশ যেন কিছুটা বেশিই। মস্কো মেট্রোতে যাওয়ার পথে ব্যাপারটা ভালোমতোই বোধ করছিলাম। এমনিতে এখানে মেট্রোতে সাধারণত চুপচাপ নিজেদের কাজকর্ম করতে করতেই ভ্রমণ করেন যাত্রীরা। ছুটির দিনে সকলেই দারুণ হাসিখুশি মেজাজে মেট্রোর যাত্রা উপভোগ করছিলেন।

রাশিয়া ডে উদ্‌যাপনে ঠিক কী কী হয়, সেটা বলার থেকে হয়তো কী হয় না সেগুলো বলা সহজ। আতশবাজির প্রদর্শনী ছাড়াও নাচ, গান, ম্যাজিক শো, নাটক সবরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই অঙ্গ উৎসব উদ্‌যাপনের। নিউ আরবাথ ও ওল্ড আরবাথ স্ট্রিটের (মস্কোর সবথেকে পুরোনো রাস্তাগুলোর মধ্যে অন্যতম) সংযোগস্থলে রুশরা ভিড় জমান উৎসব দেখতে। জনসাধারণের মতোই যা দেখতে মুখিয়ে থাকেন অনেকেই। আমাদের চিত্রসাংবাদিক লোপামুদ্রা যেমন দারুণ উৎসাহিত মুহূর্তগুলোকে ক্যামেরাবন্দি করতে। বিশ্বকাপের কাজের চাপের মাঝেই রাশিয়া ডে সেলিব্রেশন একসঙ্গে দেখতে যাওয়ার কথা আমাকে অনেক আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিল ও। মস্কোর কিছুটা দূরে শহরতলিতে থাকা কেসনিয়াকে আবার ছুটে আসতে হয়েছে তার সন্তানদের শখপূরণে। দুই সন্তানের মা কেসনিয়া বলছিলেন, 'মস্কোর কিছুটা দূরে পাইন গাছ ও মুক্ত বাতাসের মাঝে কাটানোই আমাদের পছন্দ। কিন্তু বাচ্চারা রাশিয়া ডে–র আতশবাজির প্রদর্শনী দেখতে উদ্‌গ্রীব ছিল।' ট্যাক্সি ড্রাইভার আন্দ্রেই জানাচ্ছিল, 'ছুটির দিন হওয়ায় গাড়ি চালানো যেমন স্বস্তিকর, তেমনই উৎসব দেখাটা উপরি পাওনা।' বিশ্বকাপের প্রসঙ্গ উঠতেই অবশ্য মনমরা আন্দ্রেইয়ের সংযোজন, 'না একটা ম্যাচের টিকিট কাটতে পারিনি। জানি না কেন। আগে ফুটবল ম্যাচে একবার গুন্ডামির জেরে ধরা পড়েছিলাম, হয়তো সেই কারণেই।' মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির এশিয়া ও আফ্রিকান স্টাডিজের দুই পড়ুয়া দিয়ানা ও নিকিতা বলছিল, 'সারাদিনধরে দোভাষীর কাজ করে ক্লান্ত। তবে বিদেশ থেকে আগত লোকজন যেভাবে আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছেন, তা দেখে যেন সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে।'

সোকোলনিকি পার্কে দু'দিন ধরে টানা চলেছে থিয়েটার ও আধুনিক নাচের ম্যারাথন আসর। বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা রকমারি পারফরম্যান্সে সাজিয়ে তুলেছেন আসর। ইজমেইলোভস্কি পার্কে চলছে স্থানীয় 'ব্যালে মস্কো' গ্রুপের ব্যালে। টাগানস্কি পার্কে জিমনাস্ট ও ম্যাজিশিয়ানরা আগত অতিথিদের দারুণভাবে মাতিয়ে রেখেছেন। বিখ্যাত ভিকট্রি পার্কে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের ৫০ বছরের স্মরণীয় মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে ৯ মে ১৯৯৫ সালে খোলা হয় পার্কটি) থিয়েটার, কাপেওরার (মার্শাল আর্ট) পাশাপাশি বিশেষ আকর্ষণ বিচ ফুটবল। মস্কোর মাটিতে বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই যে বন্দোবস্ত, তা আর আলাদা করে বলে দিতে হয় না। পুসকিন স্কোয়ারে দেখা হওয়া পেনশনভোগী লারিসা জুকোভা বলছিলেন, 'দেশের তারুণ্য উদ্‌যাপনের দিন রাশিয়া ডে। যে পরিমাণ অর্থ দিনটা উদ্‌যাপনে খরচ করা হয় সেটা নিয়ে কারো কারো আপত্তি থাকলেও এরকম দিন দরকার।' লারিসার কথা শুনে যেন কোথায় একবিন্দুতে মিলে যাচ্ছিল রাশিয়া ডে ও বিশ্বকাপ।

রাশিয়ার জাতীয় পতাকার সাদা, নীল, লাল রংয়ের পাশাপাশি বিশ্বকাপের জন্যই আপাতত রংয়ের রামধনু গোটা মস্কো শহর জুড়ে। জনসাধারণের বাসেও পড়েছে বিভিন্ন রংয়ের প্রলেপ। আর আগামী মাসখানেকের জন্য শহরের বিভিন্ন স্পোর্টস বারগুলোতে বুকিংয়ের আর কোনো স্থান কার্যত ফাঁকা নেই। বিয়ার খেতে খেতে ফুটবল নিয়ে চুলচেরা আলোচনার সেরা জায়গা যে স্পোর্টস বারগুলোই। ১৪ জুন বেশ কিছু স্পোর্টসবারের মেনুতে স্থান পাচ্ছে বিশেষ পদ। ফুটবলের আকৃতির বড়োসড়ো পিৎজা। এদিকে, শহরে আগত অতিথিদের সাহায্যের জন্য মস্কো পরিবহণ বিভাগ ওয়ার্ল্ড কাপ ২০১৮ সেকশন চালু করেছে। রাশিয়ানের পাশাপাশি ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, আরবিক ও পোর্তুগিজে মস্কো শহরের যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে বলেই জানিয়েছেন শহরের পরিবহণ বিভাগের প্রধান মাক্সিম লিকসুটোভ।

এদিকে, ফিফা ফ্যান ফেস্টে উৎসাহী ফুটবলদর্শকদের সঙ্গে বিশেষ এক আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন বিখ্যাত প্রাক্তনীরা। জার্মানি ও স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী আন্দ্রেস ব্রেহমে ও ইকের ক্যাসিয়াসের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার হয়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম গোলদাতা ভালেরেই ক্রাপিন। সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনার মাঝে সবথেকে বেশি হাসির রোল ওঠে ক্রাপিনের কথায়। স্বোরনায়ার প্রাক্তনী ফেভারিট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলে ওঠেন, 'রাশিয়া! কি বিশ্বাস করছেন না' চকিতে বক্তব্যের মাঝে চোখ মেরে অবশ্য তার সংযোজন, 'জার্মানি, স্পেন, ব্রাজিলের মতো দেশগুলোরও অবশ্য সুযোগ রয়েছে।' কাসিয়াস ও ব্রেহমে সেই তালিকায় জুড়লেন আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডকেও।

ফুরফুরে মেজাজ নীল–সাদা শিবিরে

মেসির মুখোশ, বার্সেলোনার পতাকা নিয়ে হাজির সমর্থকরা

ব্রোনিৎসি, ১২ জুন ঃ বিশ্বকাপ কী মেসির হতে চলেছে?

উত্তরটা সময়ের হাতে। যদিও রাশিয়ায় পা রাখা থেকেই মেসি–উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। মস্কোর একাডেমিসেস্কায়া মেট্রো স্টেশন থেকে কোতেলনিকি। ওখান থেকে ঘণ্টা খানেকের বাসজার্নি শেষে মেসিদের বেসক্যাম্প ব্রোনিৎসি।

মস্কো শহর থেকে অনেকটাই দূর। যদিও সময়, রাস্তা দূরত্ব ধুয়েমুছে সাফ মেসি–ম্যানিয়ায়। বেসক্যাম্প, হোটেল চত্বরজুড়ে কার্যত ছোটোখাটো আর্জেন্টিনা। হাজারে হাজারে আর্জেন্টিনীয় সমর্থক ডেরা বেঁধেছেন বেসক্যাম্পের আশপাশে। টিমহোটেল থেকে প্র্যাকটিস, প্রবল উৎসাহ নিয়ে দলেদলে হাজির তারা। প্রায় চারশো সমর্থক হাজির মেসির মুখোশ পরে। মাঠে আসল মেসি, গ্যালারিতে ছদ্মবেশী শয়ে শয়ে এলএমটেন। অবাক লাগলেও মেসিকে স্বাগত জানাতে অনেকের হাতে বার্সেলোনার পতাকা। মেসি আর বার্সেলোনা সমর্থক। স্থানীয় রুশ ফুটবল প্রেমীদের অনেকেই পছন্দের ক্লাব দলের পতাকা নিয়েই এসেছেন মহাতারককে চাক্ষুষ করতে।

পাঁচটি নিরাপত্তা চৌকি পেরিয়েই ব্রোনিৎসির সাইজুইয়েস্কিন স্পোর্টস স্কুলের মাঠে পৌঁছোতে হয়। ওখানেই চলছে মেসি–হিগুয়েনদের চূড়ান্ত মহড়া। প্র্যাকটিসে মেসি–দর্শনের জন্যও দক্ষিণার ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিকিট ছাড়া নো এন্ট্রি। যদিও তাতেও উৎসাহে এতটুকু ভাটা পড়ছে না। সুদূর আর্জেন্টিনা থেকে আসা সমর্থকরাই শুধু নয়, মেসি–মোহের যে আবেগে গা ভাসিয়েছেন স্থানীয় রাশিয়ানরাও। প্রিয় তারকার প্রতিটি পদক্ষেপে মাতলেন সমর্থকরা। 'মেসি মেসি' আওয়াজে বোঝা মুশকিল, প্র্যাকটিস নাকি বিশ্বকাপের ম্যাচ চলছে?

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অনুশীলন। মিনিট দশেক আগে সদলবলে মাঠে ঢুকল জর্জে সাম্পাওলির দল। সবার শেষে নতুন করে ছাঁটা চুল–দাড়িতে ঝকঝকে মেসি। সঙ্গে মার্কোস রোহো ও অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। দশ নম্বর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে স্পোর্টস স্কুলের মাঠের শান্ত পরিবেশ বদলে গেল নিমেষে। তার মধ্যেই কোচ সাম্পাওলির তীক্ষ্ম নজরে চলল প্রস্তুতির পাঠ। ফিটনেস কসরতের পর হালকা অনুশীলন। তার মধ্যেই ঠিকানা লেখা কিছু পাসে হাততালিতে মুখরিত হল প্র্যাকটিস সেশন।

মেসিরাও পরিবেশটা উপভোগ করছিলেন। প্র্যাকটিস শেষে একঝাঁক টিন এজার ভক্তের অনুরোধ রেখে দেদার অটোগ্রাফ দিলেন। ট্রেনিং সেশনে দলকে উৎসাহ জোগাতে এদিন হাজির ছিলেন রাশিয়ায় আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত আর্নেস্তো লোজারিও। পরে লোজারিও বলেন, 'জাতীয় দলকে দেখতে এসেছিলাম। প্রথমবার মিলিত হলাম। দারুণ কাটল সময়টা। দলের যাতে কোনো সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করতে ব্রোনিৎসিতে গত কয়েকমাসে অনেকবার এসেছি। এবার এলাম দলের সঙ্গে দেখা। আশা করি ১৫ জুলাই (ফাইনাল) পর্যন্ত ওদের সঙ্গে থাকতে পারব।'

সমর্থকদের আবদারও সেটাই। স্পেনের কাছে প্র্যাকটিস ম্যাচে বড়ো হারের পর ইজরায়েলের প্র্যাকটিস ম্যাচ বাতিল হয় মেসিদের। ফলে ১৬ জুন গত ইউরো কাপের চমক আইসল্যান্ডের মোকাবিলায় নামার আগে প্র্যাকটিসই ভরসা। ব্রোনিৎসির বেসক্যাম্পে প্রথম অনুশীলনে তার তাগিদ দেখা গেল।

এদিকে, চোটআঘাতের সমস্যাও তাড়া করছে আর্জেন্টিনীয় শিবিরকে। ওয়েস্ট হ্যামের মিডফিল্ডার ম্যানুয়েল লানজিনি হাঁটুর চোটের সমস্যা বিশ্বকাপের বাইরে। বদলি হিসেবে এনজো পেরেজকে ডাকা পেয়েছে। ১৬ তারিখ আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর ম্যাচে অনিশ্চিত এভার বেনেগা। প্র্যাকটিসে যদিও মারিয়া, হিগুয়েনদের ফুরফুরে মেজাজে তার খুব একটা প্রতিফলন পাওয়া গেল না। হাসি–ঠাট্টা–প্র্যাকটিস, কেন্দ্রীয় চরিত্র এলএমটেনই।

ডিম–ময়দার খুনশুটিতে চনমনে ব্রাজিল

সোচি, ১২ জুন ঃ রাশিয়ার মাটিতে ব্রাজিলের প্রথম অনুশীলন। স্বাভাবিকভাবেই লেনিন–স্তালিনের দেশে সাম্বা শো দেখার জন্য উৎসাহের অভাব ছিল না ফুটবলপ্রেমীদের। আর প্রথম দিনের অনুশীলনেই হেক্সার স্বপ্নটা আরও উসকে দিল টিটের দল।

ক্রিকেট–ফুটবলের মতো খেলার সঙ্গে টিম বন্ডিং শব্দটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সোচিতে আজ ব্রাজিল দলের অনুশীলনে টিম বন্ডিংয়ের নয়া দিশা দেখালেন টিটের ছেলেরা। সামনে থেকে যার নেতৃত্ব দিলেন চোট সারিয়ে ফিট হয়ে ওঠা নেইমার। সতীর্থ গ্যাব্রিয়েল জেসাসকে নিয়ে দলের মাঝমাঠের বড়ো ভরসা ফিলিপ কুটিনহোর ২৬ তম জন্মদিন পালন করলেন অভিনব উপায়ে। অনুশীলনের শুরুতেই কুটিনহোকে ঘিরে ধরে ব্রাজিলীয় প্রথায় তার মাথায় ডিম ফাটিয়ে ময়দা মাখিয়ে দিলেন তারা। ব্রাজিলের অনুশীলন দেখতে সোচির মাঠে হাজির দুনিয়ার সংবাদমাধ্যম ও সমর্থকরা তখন অবাক। নতুন কিছু দেখার তাগিদে সকলেই উদ্‌গ্রীব। সাময়িকভাবে হকচকিয়ে যাওয়া কুটিনহো প্রাথমিক ধাক্কা সামলে মেতে উঠলেন জন্মদিন উদ্‌যাপনে।

ডিম–ময়দায় মাখামাখি হওয়ার পর কুটিনহো থেমে যাননি। বরং মার্সেলোকে সঙ্গী করে দলের সুপারস্টার নেইমারকেও ডিম–ময়দায় চুবিয়ে দিয়েছেন। আসলে রাশিয়ার মাটিতে হেক্সার স্বপ্নে বিভোর ব্রাজিলের প্রথম দিনের চমকপ্রদ অনুশীলন নেহাতই প্রতীকী। আসলে ডিম–ময়দার খুনশুটিতে কুটিনহোর জন্মদিন পালনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের দলের আত্মবিশ্বাসের ছবিটা দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরলেন নেইমাররা। এমন ভাবনা ও পরিকল্পনার ফল কতটা সুদূরপ্রসারী হবে, সময় বলবে।

তবে কুটিনহোর ২৬ তম জন্মদিনের অভিনব টিমবন্ডিং সেশন বুঝিয়ে দিল, বিশ্বকাপের জন্য তৈরি ব্রাজিল।

জেন্টলম্যান অবতারে র‍্যাশফোর্ডরা

লন্ডন, ১২ জুন ঃ রাশিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোর আগে ভিন্ন মেজাজে ধরা দিলেন ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের ফুটবলাররা। ফুটবল মাঠে নয়, সোমবার সাউথগেটের দলকে পাওয়া গেল শুটিং ফ্লোরে। দামি সুট–বুটে জেন্টলম্যান 'লুক'–এ ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে দেখা গেল অধিনায়ক হ্যারি কেন থেকে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডদের।

সুট প্রস্তুতকারী সংস্থা মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার্সের পক্ষ থেকে একটি ফোটোশুটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ইংল্যান্ডের ২৩ জন ফুটবলারের জন্য। প্রতি ফুটবলারের জন্য ৪১৩ পাউন্ড (ভারতীয় মূল্যে ৩৮ হাজার টাকা) অর্থের সুট প্রস্তুত করেছিল পোশাক প্রস্তুতকারী সংস্থা।

মঙ্গলবারই রাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয় ইংল্যান্ড দল। সেখানে

ওয়েস্টকোট এবং টাই পরে ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার স্টোনস।

রেপিনোতে নিজেদের বেসক্যাম্প ঠিক করছেন সাউথগেট বাহিনী। 'জি' গ্রুপে ইংল্যান্ডের সঙ্গেই রয়েছে বেলজিয়াম, পানামা এবং তিউনিশিয়া। প্রস্তুতি ম্যাচে নাইজিরিয়া এবং কোস্টারিকাকে হারিয়ে দারুণ ছন্দে রয়েছে থ্রি লায়ন্সরা। দেশ ছাড়ার আগে অন্য মেজাজে ধরা দিলেও নিজেদের লক্ষ্য থেকে সরছেন না হ্যারি কেনরা। অনেকেই ১৯৬৬–র বিশ্বকাপ জয়ী ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে সাউথগেটের এই দলের তুলনা টানছেন। তবে হ্যারি কেন অবশ্য এই প্রজন্মকে সেরা বলতে নারাজ। তিনি বলেন, 'বিশ্বকাপ জয় আমাদের প্রধান লক্ষ্য। যে ৩২টি দল বিশ্বকাপে খেলবে, তারা প্রত্যেকেই এই লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবেন। তবে দলে এমন অনেক তারকাই রয়েছেন যারা কঠিন পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডকে জয় এনে দিতে পারেন।' পাশাপাশি ইংল্যান্ড অধিনায়কের গলায় শোনা গেল সংহতির সুর। তিনি জানান, 'দলের প্রতিটি ফুটবলারই একে অপরের সঙ্গে দীর্ঘদিন পরিচিত। ফলে আমাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা দুর্দান্ত।' ২০১৬–র ইউরো কাপের আসরে আইসল্যান্ডের কাছে অঘটনের হারের স্বাদ পেলেও এবার যে তেমন অপ্রত্যাশিত ফল হবে না, সেই বিষয়ে সমর্থকদের আশ্বস্ত করেন কেন।

অনুশীলনে খোশমেজাজে মেসি।

মস্কোর মাটিতে উষ্ণ অভ্যর্থনা গ্রিজম্যানদের

মস্কো, ১২ জুন ঃ দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে রাশিয়ার মাটিতে পা রাখল ফ্রান্সের ফুটবল দল। মস্কোর হিলটন গার্ডেনে এদিন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় গ্রিজম্যানদের। যে হোটেলে ফ্রান্স–দল উঠেছে, সেখানেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ফরাসি ছোঁয়া। হোটেলের লবি থেকে ফ্লোর, ফরাসি ফুটবলারদের বিভিন্ন ছবি দিয়ে সাজিয়েছেন হোটেল কর্তৃপক্ষ। যা দেখে আপ্লুত গ্রিজম্যান থেকে পোগবা, এমবাপে থেকে ভারানের মতো ফুটবলাররা। ১৯৯৮ সালে জিদানের ছোঁয়ায় প্রথমবার বিশ্বকাপ জয় করেছিল ফ্রান্স। সেইবার দলের অধিনায়ক ছিলেন দিদিয়ের দেশাঁ। এবার রাশিয়ার মাটিতে গ্রিজম্যান–পোগবাদের কোচের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে তাকে। ১৬ জুন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এবারের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করতে চলেছে লেস ব্লুজ'রা। ফেভারিট ব্রাজিল, জার্মানি, স্পেন, আর্জেন্টিনাকে ছাপিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ফ্রান্স–কোচ দেশাঁ। রাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে ফরাসি দলের সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা জানান ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। তবে বিশ্বকাপের মাটিতে গ্রিজম্যান, এমবাপেদের সাফল্যের ক্ষেত্রে সমর্থকদের চিন্তায় রাখছে দলের ফুটবলারদের মধ্যেকার বোঝাপড়া। ২০১০ সালে আনেলকা এবং কোচ রেমন্ড ডমিনিকের বিবাদ আলোড়ন ফেলেছিল ফুটবল মহলে। ফরাসি দলে বরাবরই ভিন্ন দেশের ফুটবলারদের আধিক্য দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এবারও ফরাসি দলে পোগবার মতো ফুটবলার রয়েছে। যাদের জন্ম ফ্রান্সে নয়। তবে দলে ভিনদেশি ফুটবলার থাকলেও মাঠে বোঝাপড়ায় তার সমস্যা হবে না বলেই জানান কোচ দেশাঁ। তিনি বলেন, 'কোচ হিসেবে আমার দায়িত্ব দলের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে তোলা। দলের সংহতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো জায়গাই নেই। ফুটবলাররা তাকে সাফল্য দেওয়ার ব্যাপারে দায়বদ্ধ।' ১৯৯৮–এর বিশ্বকাপে জিনেদিন জিদান, মার্সেলো দেশাঁই, প্যাট্রিক ভিয়েরার মতো ভিনদেশি ফুটবলারদের হাত ধরে সাফল্য পেয়েছিল ফ্রান্স। সেই ইতিহাসকে সামনে রেখেই রাশিয়ার মাটিতে ফরাসি বিপ্লব ঘটাতে তৈরি গ্রিজম্যানরা।

বিশ্বকাপের ঘণ্টা

১ দিন

FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018